ব্রহ্মপুরাণ - অষ্টদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণই প্রথম গণনা করা হয়। এই কারনে একে 'আদিপুরাণ' ও বলা হয়। প্রায় সমস্ত পুরাণেই সমস্ত পুরাণের নাম এবং তাদের গ্রন্থের আয়তন (অর্থাৎ শ্লোক সংখ্যা) উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে এই নামগুলো সাধারণত ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হয়। কোথাও কোথাও পুরাণের নামের ক্রমানুসারে পার্থক্য থাকলেও সর্বত্রই 'ব্রহ্মপুরাণ'কে প্রথম স্থানে রাখা হয়েছে। শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণে, 'ব্রহ্মপুরাণ' সমস্ত পুরাণের মধ্যে প্রথম স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর শ্লোক সংখ্যাকে দশসহস্র (দশ হাজার)। প্রথম স্থানে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এম এম গিরিধর শর্মা চতুর্বেদী লিখেছেন। -"এটা প্রমাণিত যে পুরাণের মূল বিষয় 'সৃষ্টি'। এই সৃষ্টিই পুরাণের ক্রম নির্ধারণ করে..... মানুষের মনে প্রথমেই কৌতূহল জাগে যে এই সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ কে সৃষ্টি করেছেন, 'ব্রহ্ম পুরাণ' মতে এই বিশ্ব সৃষ্টির কর্তা হলেন আদিদেব ব্রহ্মা।

ব্রহ্ম পুরাণের সৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে মহর্ষি বেদ ব্যাস এই পুরাণটি সর্বপ্রথম পাঠ করেছিলেন। বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, দেবীভাগবত পুরাণে 'ব্রহ্মপুরাণ'-এর শ্লোকের সংখ্যা দশ হাজার বলা হলেও লিঙ্গ, বরাহ, কূর্ম, মৎস্য ও পদ্মপুরাণে এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা ১৩,০০০ বলা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, পুরাণ একটি ক্রমাগত বিকাশশীল সাহিত্য হিসাবে পরিচিত। বেদ বিদ্যার আয়োজনের পর মহর্ষি ব্যাস পুরাণ বিদ্যার আয়োজন করেন। তিনি তাঁর শিষ্য লোমহর্ষণকে পুরাণ বিদ্যার জ্ঞান প্রদান করেন এবং লোমহর্ষণ কৌতূহলী ঋষিদের কাছে উপদেশ আকারে প্রচার করেন। যেখান থেকে পুরাণ পৃথিবীতে বিতরণ করা হয়। বই আকারে পুরাণের সৃষ্টির সময়কাল, বিবেচনা করার বিষয়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক পুরাণ রচনার সমাপ্তিকালকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী বলে মনে করেছেন। পার্জিটারমহাশয়ের অভিমত যে পুরাণগুলি অবশ্যই তাদের আসল আকারে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এসেছে। ডাঃ আর.সি. হাজরা এবং ডক্টর সুশীল কুমার দে-ও পুরাণ রচনার সময়কাল নিয়ে আলোচনা করেছেন। ডঃ হাজরা ব্রহ্মপুরাণের সৃষ্টিকালকে দশম শতাব্দী বলে মনে করেছেন। এই পুরাণের বর্তমান সংস্করণগুলি কোনার্কের (উড়িষ্যা) সূর্য মন্দিরকে নির্দেশ করে। এই সূর্য মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (আনুমানিক 1250 খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত হয়েছিল। এর মানে ব্রহ্মপুরাণের বিকাশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এইভাবে, ব্রহ্মপুরাণের সৃষ্টির পূর্বের সীমা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তবে এই অতি প্রাচীন মহাপুরাণের সৃষ্টির শেষ সীমাটি খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী বলা যেতে পারে।

ব্রহ্ম পুরাণের বিষয়বস্তু - 'পুরানম্ পঞ্চলক্ষণম্' অনুসারে এই পুরাণে পুরাণের প্রায় সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পৃথিবীর সৃষ্টি, মনুর উৎপত্তি এবং তার বংশ; ব্রহ্মা, সূর্য ও অন্যান্য দেবতা, দেবতাদের বর্ণনা, রাজবংশের বর্ণনা, অন্যান্য প্রাণীর উৎপত্তি, পৃথিবীর ভূগোলের বর্ণনা, ভারত, স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা প্রবন্ধ রয়েছে। এই পুরাণের অধিকাংশই তীর্থ, দেবতাদের মাহাত্ম্য এবং দেবতাদের উপাসনার পদ্ধতি বর্ণনা করে। উৎকল অঞ্চলের উপাসনালয়ের বর্ণনা এবং সূর্য পূজার বিশেষ বর্ণনা রয়েছে। যদি এই পুরাণের প্রথমার্ধে উৎকলের পবিত্র স্থানগুলির মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনা করা হয়, তবে দ্বিতীয়ার্ধে দণ্ডকারণ্যে প্রবাহিত গৌতমী গঙ্গা এবং নিকটবর্তী পবিত্র স্থানগুলির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। শিব এবং পার্বতীর বিবাহের পাশাপাশি শিব মন্দিরগুলিও বর্ণনা করা হয়েছে। জগন্নাথ পুরী (পুরুষোত্তম তীর্থ) এর পাশাপাশি কৃষ্ণলীলা চমৎকারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষ্ণুর অবতারের পাশাপাশি বিষ্ণু পূজার মর্যাদাও বর্ণিত হয়েছে। এসবের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক বিষয় যেমন বর্ণাশ্রম ধর্ম, শ্রাদ্ধকর্ম ইত্যাদিও রয়েছে। ভুবনেশ্বরের কাছে কোনার্ক মন্দির দর্শন এবং সেখানে পূজা করার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

এখন সংক্ষেপে, এই পুরাণের বিষয়বস্তুটি উপস্থাপন করা হচ্ছে। মঙ্গলাচরণ, নৈমিষারণ্যে শৌনক এবং অন্যান্য ঋষিদের দ্বারা পুরাণ সম্পর্কে প্রশ্ন, সূত লোমহর্ষণের পুরাণ কথন। সৃষ্টির বিবৃতি, ব্রহ্মার উৎপত্তি, তার থেকে মারিচাদির উৎপত্তি, স্বয়ম্ভুর বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দক্ষের কন্যার বর্ণনা, ষাট কন্যার বিবাহের বর্ণনা, দেবতা ও অসুরের উৎপত্তি, মারুতের উৎপত্তি।

বেনার অপকর্মে পীড়িত ঋষিদের দ্বারা বেনার অভিশাপ, মৃত বেনার অস্ত্র মন্থনের মাধ্যমে পৃথুর উৎপত্তি, পৃথুর রাজ্যাভিষেক, পৃথুর দ্বারা পৃথিবী শোষণ এবং এর বিস্তারিত বর্ণনা। মনুর পুত্র ও চতুর্দশ মন্বন্তরের ঋষিদের বর্ণনা, মহাপ্রলয় ও খণ্ডিত প্রলয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সূর্যবংশের আখ্যান, যম ও যমুনার উৎপত্তি, সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা ও ছায়ার কাহিনী, অশ্বিনী পুত্রের উৎপত্তি, ইতিহাস শ্রবণের ফল বৈবশ্বত মনুর বংশে ইলার উৎপত্তি ইলা ও বুধের মিলনে পুরুরবার জন্ম, তাঁর বংশের বিবরণ, বলরাম ও রেবতীর বিবাহ, ধুন্ধুমারা ও সত্যব্রত-এর বংশ ও চরিত্রের বর্ণনা, ত্রিশঙ্কুর গল্প, হরিচন্দ্র-সদৃশ সগরের অশ্বমেধ বলির বর্ণনা, সগরের ষাট হাজার পুত্রের কপিলা মুনির অভিশাপে জল ভরাট, ভগীরথের তপস্যা থেকে আসা গঙ্গার দ্বারা তাদের সকলের উদ্ধার, নালনরিপতি পর্যন্ত ইক্ষ্বাকু রাজবংশের ঐতিহ্যের আখ্যান। সোমের উৎপত্তি, সোমের রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান, চন্দ্র ও নক্ষত্রের মিলনে বুধের জন্ম।

ঋচীক মুনির সঙ্গে গাধি কন্য সত্যবতীর বিয়ে, জমদগ্নির জন্ম, জমদগ্নি ও রেণুকা থেকে পরশুরামের উৎপত্তি, বিশ্বামিত্রের জন্ম এবং তাঁর বংশ ও চরিত্র। আয়ুর পুত্র রজির চরিত্র, রজির ইন্দ্র পদ লাভ, ভরদ্বাজ থেকে ধন্বন্তরির আয়ুর্বেদ প্রাপ্তি, রাজা অলর্কের চরিত্র। যযাতির জন্ম ও চরিত্রের বর্ণনা। পুরবংশের বর্ণনা, দুষ্যন্ত শকুন্তলা উপাখ্যান, ভরতের জন্ম, সোমবংশের বর্ণনা, জনমেজায়ার গল্প। বাসুদেবের জন্ম, বাসুদেব ও দেবকীর কাছ থেকে কৃষ্ণের জন্ম, রোহিণী থেকে বলভদ্রের উৎপত্তি, কালায়ন ও যাদবদের মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকাপুরীতে বসতি স্থাপন।

বহু রাজবংশের গল্প, কংসের উৎপত্তির গল্প। সত্রাজিতের দ্বারা স্যমন্তক রত্ন পাওয়া। রৌরবদী নরকের বর্ণনা ও পাপীদের অত্যাচার, স্বর্গ ও নরকের ব্যাখ্যা। ভু ইত্যাদি সপ্তলোক, পৃথিবী ও আকাশের বর্ণনা, সৌরজগতের বর্ণনা, সূর্যের রশ্মি এবং মেঘমণ্ডল থেকে বৃষ্টির প্রক্রিয়া। তীর্থযাত্রার বর্ণনা ও তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্য। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সাথে ঋষিদের কথোপকথন। উৎপল প্রদেশের জীবন বর্ণনা, কোনাদিত্যের মহিমা এবং সূর্য পূজার উপস্থাপনা, রামেশ্বর নামের মহেশ্বর লিঙ্গের মাহাত্ম্যের বিবৃতি। ভগবান সূর্যের উপাসনা, ধ্যান এবং ভক্তির মাহাত্ম্যের প্রতিনিধিত্ব। সূর্যের বারোটি রূপের উপস্থাপনা, নারদের সাথে মিত্র নামক আদিত্যের সংলাপ। বসন্ত ঋতুতে সূর্যের চরিত্রের বর্ণনা, আদিত্যদি বারোটি নাম। অসুর দ্বারা পীড়িত দেবতাদের দ্বারা আদিত্যের উপাসনা, মার্তন্ড দ্বারা অসুরদের পরাজয়, সূর্যের বিবাহ ও বংশের বর্ণনা, আদিত্যের ১০৮টি নাম প্রভৃতি।

ব্রহ্মপুরাণের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য নগণ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মপুরাণ পড়লে মনে হয় না যে এই রচনাটিও মহাভারতকার বা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণকার মহর্ষি বেদ ব্যাসের। ব্যাকরণগতভাবে, ভাষাটি শুদ্ধ এবং সরল। এমনকি একজন সাধারণ সংস্কৃত পণ্ডিতও ব্রহ্মপুরাণ পাঠ করে অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হবেন না। এটি এই পুরাণের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব। সংলাপ শৈলীতে ভাষার স্বাভাবিক সাবলীলতা পুরো বইটিতেই বিদ্যমান। এই পুরাণের পরিকল্পনা এবং উপস্থাপনায় মহাভারতের (বিশেষ করে শ্রীমদ ভগবদ্গীতা) প্রভাব রয়েছে।